গঠনতন্ত্র

বাজুস

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি
৩, বায়তুল মোকাররম (দোতলা), ঢাকা-২

Issue No 6425-31

Certificate of Incorporation

No T.C. 176/4 of 1984 -1985.

I hereby certify *that* ..... Bangladesh Jeweller's Association .....

is this day incorporated under the Companies Act (Act VII) of 1913 and that the Company is Limited.

Given under my hand at ..... Dhaka .....

this the Twenty Eighth *day of* ..... July .....

One thousand nine hundred and Eighty Four .....

[signature]

Registrar of Joint Stock Companies
Bangladesh.

[initials]

J. S. C. -34.

BGP-81/82-18007 J-5,000 copies 1982.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ~~INDUSTRIES &~~ COMMERCE
~~COMMERCE DIVISION~~

Licence No. 7 (seven) .. of 1984 Dhaka, dated: 10.5.84

Granted under Section 3 of the Trade Organisations Ordinance, 1961.

Whereas it has been proved to the satisfaction of the Government of the People's Republic of Bangladesh that an Association to be named **"BANGLADESH JEWELLER'S SAMITY"** is about to be formed with the object of promoting trade, commerce or industry or any group or class thereof and for representing for any purpose, in any manner and to any extent, trade, commerce or industry or any group or class thereof, and that it intends to apply its profits or other income in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its members.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the Trade Organisations Ordinance, 1961 (Ordinance No.XLV of 1961), the Government is pleased to grant this licence to this said Association and to direct that it be registered with the Registrar of Joint Stock Companies, 35-36, Bangabandhu Avenue, Dhaka-2, under the Companies Act, 1913 (Act VII of 1913) as a company with limited liability without the word 'Limited' in its name. This licence is granted subject to the following conditions :-

(a) The fulfilment by the association of the requirement of the provisions of Trade Organisations Ordinance, 1961 (Ordinance No.XLV of 1961) as adopted by the Government of the People's Republic of Bangladesh ;

(b) The conditions and regulations contained in the Memorandum & Articles of Association of the said Association, a copy of which is hereto annexed, to the extent such condition and regulations are not inconsistant with the said Ordinance ;

(c) Such conditions and regulations as the Government of the People's Republic of Bangladesh may think fit to impose or prescribe from time to time, which shall be binding on the said association and shall, if the Government of the People's Republic of Bangladesh so directs, be incorporated in the Memorandum & Articles or in any one of these of the said association.

Given under the hand of Secretary to the Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Industries & Commerce, Commerce Division, Dhaka, this day the

Handwritten signature, dated 10/5/84

(M. A. Samad)
Director of Trade Organisation
for Secretary to the Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

সমিতির স্মারকলিপি

১। সমিতির নাম : বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি।

২। সমিতির প্রধান কার্যালয় : বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত থাকবে।

৩। সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য : নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত হল (কোন একটি উদ্দেশ্য অন্য একটি উদ্দেশ্যকে সীমিত ও ব্যহত করবে না।)

(ক) বাংলাদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার, মূল্যবান ও বৈচিত্রপূর্ণ মনিমুক্তা ও পাথরের বৈধ ও খাঁটি ব্যবসায়ে এবং ঐ সম্পর্কিত অন্যান্য দফাঘটিত কারবারে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যক্তি ও ফার্মের কাজে নিয়ত স্বত্ব, স্বার্থ এবং সুযোগ-সুবিধা অর্জন, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করবে।

(খ) সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্কের উন্নয়ন ও সহযোগিতা বর্ধন, যাতে তারা ঐক্য ভিত্তিক বিধি-বিধান অবলম্বন এবং ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে কিংবা তৃতীয় পক্ষের সাথে যাবতীয় বিতর্কমূলক বিষয়ের সালিশী, মীমাংসা বা অনুরূপ পথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তিকরণ।

(গ) সমিতির মাধ্যমে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, পাথরাদিসহ অত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বৈধভাবে আমদানী-রফতানীকরণ ও সদস্যগণের বরাবরে বণ্টন পদ্ধতি চালুকরণ।

(ঘ) সমিতির মাধ্যমে স্বর্ণ, রৌপ্য প্লাটিনাম ও পাথর সহ এই শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কাঁচামাল সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ।

(ঙ) সমিতি সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যাদি সুষ্ঠুভাবে মীমাংসাকরণ এবং জাতীয়, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ মর্যাদাদানসহ পালনকরণ।

(চ) সমিতি রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

(ছ) সমিতির মাধ্যমে দান, রিলিফ, ত্রাণ কার্যে সহায়তাকরণ।

(জ) দোকান-পাট খোলা বা বন্ধ করার নিয়ম নির্দেশ প্রণয়ন বা ঐ সব ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণকরণ।

(ঝ) অত্র সমিতির একাধিক উদ্দেশ্যের, কিংবা সমিতির সদস্যদের (মেম্বারদের) স্বার্থের বা ব্যবসায়ের স্বার্থের অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে, এমন যে কোন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, সরকারের পরামর্শদাতা, সরকারী, আধা-সরকারী কর্মচারী, বাণিজ্য সংসদ (চেম্বার অব কমার্স), বাণিজ্যিক ফেডারেশনের মত বেসরকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা, যে কোন বন্দোবস্ত এবং অত্র সমিতির তরফ থেকে আবেদন—নিবেদনের ব্যবস্থাকরণ।

(ঞ) অত্র সমিতির সদস্যদের কিংবা ব্যবসায়ের স্বার্থঘটিত অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোন বিষয় আইন পরিষদে বা অন্যত্র উপস্থাপিত হলে প্রয়োজন মত তার আলোচনা, সমর্থন বা বিরোধিতাকরণ।

(ট) এই সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য অথবা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে এবং অন্যদের মধ্যে সাধারণভাবে জ্ঞান ও তথ্য প্রচারের জন্য প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে সাময়িকী, বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা, সংখ্যা পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্টিক্স), পুস্তক বা সাহিত্য প্রকাশ অথবা মুদ্রণ ও প্রকাশন লাইব্রেরী, পাঠাগার স্থাপন,

(ঠ) এই সমিতির উদ্দেশ্য বা সদস্যদের রক্ষণ কিংবা সহযোগিতার জন্য কোন আদালত, কমিশন, সরকারী আমলা কিংবা ব্যক্তির সামনে স্বার্থরক্ষা, আপোষ বা সর্বপ্রকার মামলা ও কার্য বিবরণীতে উপস্থিত হওন এবং পরিচালনাকরণ।

(ড) সমিতির এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপহার কিংবা ট্রাষ্ট বা অন্য কোন শর্তাধীন সম্পত্তি শর্ত স্বীকৃতি মূল্যে গ্রহণ।

(ঢ) সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনবোধে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, স্বত্ব, সুযোগ (প্রিভিলেজ) গ্রহণ, খরিদ বা মেয়াদ গ্রহণ।

(ণ) সমিতির সাকুল্য বা আংশিক সম্পত্তি, স্বত্ব, সুযোগ (প্রিভিলেজ) ইত্যাদির উন্নতি বিধান, পরিচালনা, লীজ দান, এওজ বিক্রি, বন্ধক দান এবং সমিতির সম্পত্তির উপর ঘর-দরজা নির্মাণ, রদবদলকরণ, রক্ষণ এবং মেরামতকরণ।

(ত) সমিতির প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশ মোতাবেক সমিতির কাজের জন্য লাভ, সুদ বা অন্য কোন শর্তে টাকা কর্জ গ্রহণ, টাকা তোলা ও সে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা অবলম্বনকরণ।

(থ) সমিতি সময় সময় যেমন নির্দেশ দেওয়া সংগত মনে করে, সেই মোতাবেক সমিতি বা সমিতির সদস্যদের স্বার্থে সমিতির কারবারে বা অন্য কাজে সমিতির টাকা খাটান।

(দ) সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে, এই হেতু বাংলাদেশ বাণিজ্য ও শিল্প সংসদের ফেডারেশন অথবা উক্ত ফেডারেশন অথবা উক্ত ফেডারেশনের সদস্য অন্য কোন বাণিজ্য ও শিল্প সংসদে টাকা দান, সদস্য হওয়া এবং সহযোগিতাকরণ এবং ব্যবসা শিল্পের ইনকরপোরেটেড সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকরণ।

(ধ) যে কোন আইন, বিধি, দপ্তর বা শর্ত মোতাবেক সমিতির উপর বাধ্যকরীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে, এমন সর্বপ্রকার দলিল-দস্তাবেজ অথবা দস্তখত দেওয়া এবং সম্পাদন ও সম্প্রদানকরণ।

(ন) সমিতির ট্রেড বা স্বার্থের সাথে সম্পর্ক পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য জরুরী এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ, প্রেসনোট, সার্কুলার, সংকল্প, আদেশ এবং নির্দেশ যা সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে ইস্যু করতে পারেন, তা সংগ্রহ ও প্রচারকরণ।

(প) সমিতির সদস্যদের বৈধ অভিযোগ দূর করার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ফ) এবং সাধারণভাবে সমিতির সাফল্য বা যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল প্রয়োজনীয় অথবা আকস্মিকভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাজকরণ অথবা অন্যের দ্বারা করান।

৪। সমিতির উল্লেখিত উদ্দেশ্য হাসিল করার কাজে এর সমস্ত আয়, তহবিল ও সম্পত্তি নিয়োজিত হবে। এর কোন অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সদস্যকে লাভ, ডিভিডেণ্ড, বোনাস বা অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে দেওয়া হবে না। তবে সমিতির সদস্য সহ যে সব কর্মচারী সমিতির হিতার্থে কাজ করবেন, তারা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বেতনভুক্ত কর্মচারী হতে পারবেন না। এঁরা যাতায়াত ভাতা ও সমিতির কাজে সম্ভাব্য খরচসমূহ বাবদ অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ অবশ্যই পাবেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, সমিতি গুটিয়ে বা ভেঙ্গে দেওয়া হলে সমস্ত দেনা-পাওনা পরিশোধ করা'র পর যদি কোন নগদ টাকা বা সম্পত্তি থাকে, তবে তা সমিতির যে সভায় সমিতি গুটিয়ে ফেলা বা ভেঙ্গে দেওয়া সাব্যস্ত হয়, সেই সভার ⅔ অংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অথবা কোন উপযুক্ত আদালতের রায় মোতাবেক এই সমিতির উদ্দেশ্যের সমতুল্য উদ্দেশ্য ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠানকে দান বা হস্তান্তর করতে পারে।

৫। দায়িত্ব : সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত থাকবে (গ্যারান্টি মোতাবেক)।

৬। **গুটিয়ে ফেলা :** কোন সদস্যের সদস্যকাল মধ্যে অথবা সদস্যপদ শেষ হওয়ার এক বৎসরকাল মধ্যে যদি সমিতি গুটিয়ে ফেলা হয়, তবে সমিতির ঐ কালবর্তীর দেনা ও দায়িত্ব পরিশোধের জন্য এবং গুটিয়ে ফেলার খরচ, চার্জ এবং সদস্যদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত রায়ের খরচ বাবদ সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে সমিতির তহবিলে প্রয়োজনানুযায়ী টাকা দিতে হবে, তবে এই দেয় টাকার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই দুইশত টাকার উপর হবে না।

৭। **সংস্কার বা রদবদল :** সরকারের অনুমতি ছাড়া সমিতির স্মারকলিপি এবং গঠনতন্ত্র কোন সংস্কার বা রদবদল হতে পারবে না।

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাদের নাম, পেশা, ঠিকানা ও পদবী নিম্নে প্রদান করা হল, তারা এ স্মারকলিপি অনুসারে সমিতি গঠন করতে ইচ্ছুক হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর,	সাক্ষী
১	সৈয়দ শামসুল আলম হাসু —সভাপতি	তিলোত্তমা ৩৩/এ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২	দিলীপ কুমার ঘোষ —সহ-সভাপতি	সোসাইটি জুয়েলার্স ৪৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
৩	সালেহ মোহাম্মদ —সহ-সভাপতি	নিউ তাজ জুয়েলার্স ১০, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৪	শাহাবুদ্দিন খান —সহ-সভাপতি	শরীফ জুয়েলার্স ই-১১, মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।		
৫	মোঃ আশ্রাফউজ্জামান —সহ-সভাপতি	নিউ নাজ জুয়েলার্স মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।		
৬	হাজী শফিক আহমদ —সহ-সভাপতি	রাজ জুয়েলার্স ১০৯, বিপনী বিতান, নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম।		
৭	আহমেদুর রহমান —সহ-সভাপতি	এল, রহমান জুয়েলার্স ২২, কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা।		
৮	জয়নুল আবেদীন —সহ-সভাপতি	এম, এম, সরকার জুয়েলার্স নিমতলা, দিনাজপুর।		
৯	শামসুল আলম —সাধারণ সম্পাদক	সোনা জুয়েলার্স ২৮, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১০	আলী আকবর খান —সহ-সম্পাদক	হীরা জুয়েলার্স ৩৪, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১১	এ, কে, এম, শামসুল হক মিয়া — সহ-সম্পাদক	হকস জুয়েলার্স ১১৪, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
১২	এস, এম, জামাল —সহ-সম্পাদক	নূর জুয়েলার্স ১১/১২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
১৩	লিয়াকত আলী —সহ-সম্পাদক	লাকি জুয়েলার্স ৪১, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
১৪	কাজী সিরাজুল ইসলাম —কোষাধ্যক্ষ	আমিন জুয়েলার্স লিঃ ৭৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৫	এ, কে, এম, ফজলুল হক —সহ সম্পাদক	হক জুয়েলার্স ২৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৬	কানিজ ফাতেমা —সহ সম্পাদিকা	দি রুবী জুয়েলার্স ৬৬, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৭	শ্রী বরুণ সরকার বাচ্চু —সহ সম্পাদক	প্রেয়সী জুয়েলার্স ৫৮, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।		
১৮	শ্রী সত্যরঞ্জন ব্রহ্ম —সহ সম্পাদক	গহনালয় জুয়েলার্স ৫৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর	সাক্ষী
১৯	উপেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল —সহ সম্পাদক	স্বর্ণলতা জুয়েলার্স গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।		
২০	হরিপদ দত্ত —সদস্য	লিলি জুয়েলার্স ২৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২১	জগদীশ চন্দ্র সরকার —সদস্য	উত্তরা জুয়েলার্স ৩৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২২	আবদুর রশিদ —সদস্য	ইষ্টার্ণ জুয়েলারী হাউস ৪৩, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৩	মোঃ ইয়াকুব —সদস্য	ঢাকা গিণি প্যালেস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৪	শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ —সদস্য	সোমা সিলভার হাউস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৫	আবুল কাশেম —সদস্য	ওরিয়েন্টাল মুসলিম জুয়েলার্স ৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৬	শ্রী মাধব চন্দ্র ঘোষ —সদস্য	ঢাকা গিণি মার্ট ৪২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৭	মোঃ আমির উল্লাহ —সদস্য	রুবী জুয়েলার্স ৭০, তাঁতী বাজার, ঢাকা।		
২৮	আলাউদ্দিন আহমদ —সদস্য	মিলন জুয়েলার্স ২২২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
২৯	আলহাজ আবদুল মান্নান —সদস্য	সাগর জুয়েলার্স ৫৫, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৩০	আফাজউদ্দিন খান —সদস্য	মেঘনা জুয়েলার্স ২৭৬, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৩১	এম, এ, মজিদ —সদস্য	মনিকার ৪/৩, নুর ম্যানসন, গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।		
৩২	মোঃ খবির উদ্দিন — সদস্য	আল হাসান জুয়েলার্স ১০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।		
৩৩	আঃ লাইছ —সদস্য	মনিহার জুয়েলার্স ৫০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।		
৩৪	মাহমুদ হারুন —সদস্য	কেয়া জুয়েলার্স ৯, মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।		
৩৫	শ্রী কানাই চন্দ্র অধিকারী — সদস্য	অপূর্ব জুয়েলার্স মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।		

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, বাংলাদেশ

১। সমিতি কর্তৃক গৃহীত বিধিসমূহের সঙ্গে ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের তৃতীয় তফসিলের বি ফর্মে অন্তর্ভুক্ত বিধিসমূহ সমিতি সম্পর্কে প্রযুক্ত হবে। বিষয় বা প্রসঙ্গের সাথে এই সমস্ত অনুচ্ছেদের কোনরূপ অসামঞ্জস্য না থাকলে, এই অনুচ্ছেদসমূহে কোম্পানী আইন বলতে ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইন (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা তা কোনরূপে পরিবর্তিত বা সাময়িকভাবে প্রবর্তিত আইনকে বুঝাবে।

২। আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতিগতভাবে বিরুদ্ধভাবাপন্ন না হলে এই স্মারকলিপিগুলোতে—

(ক) এক বচনের মধ্যে বহু বচন এবং পুংলিঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ সন্নিহিত থাকবে।

(খ) সমিতি মানে—বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতিকে বুঝাবে। যা সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বৈধ ব্যবসায়ীদের সমন্বয়।

(গ) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি মানে—সমগ্র বাংলাদেশে বৈধ (সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত) সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী এবং উক্ত শিল্পে নিয়োজিত অন্যান্য ধাতুসহ পাথর, প্লাটিনাম হীরক ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবসায়ীগণের সংঘবদ্ধতা।

(ঘ) ব্যবসা মানে—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যালঙ্কার, পাথর ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন ইত্যাদি বুঝাবে।

(ঙ) সদস্য মানে—বাংলাদেশের স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার ব্যবসায়ে নিয়োজিত বৈধ ব্যবসায়ীগণকে এই সমিতির সদস্য বুঝাবে।

(চ) স্মারকলিপি মানে—সমিতির প্রস্তাব মোতাবেক সময় সময় বদল হতে পারে এমন স্মারকলিপি।

(ছ) অফিস মানে—সমিতির রেজিষ্ট্রীকৃত দফতর বা কার্যালয়।

(জ) বৎসর মানে—১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন প্রতি বৎসরের আর্থিক বৎসর।

৩। যে কোন বাংলাদেশী যিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম এবং মূল্যবান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ধাতু, মণিমুক্তা ও পাথর সহ অলঙ্কার প্রস্তুত ও আইনসংগত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করেন, তিনি এই সমিতির সদস্য হতে পারবেন। সদস্যদের নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাবে :

(ক) সাধারণ সদস্য (অর্ডিনারী মেম্বার)।

(খ) সহযোগী সদস্য (এসোসিয়েট মেম্বার)।

(গ) ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (ট্রেড গ্রুপ)।

৪। **সদস্যদের যোগ্যতা :**

(ক) সাধারণ সদস্য : যারা স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তারা সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

(খ) সহযোগী সদস্য : যারা সাধারণ সদস্য হতে ইচ্ছুক নন, তারা সহযোগী সদস্য হতে পারবেন।

(গ) ব্যবসায়ী গোষ্ঠি : সরকারের নির্দেশে অত্র সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী গোষ্ঠি বা ট্রেড গ্রুপ গঠন করা যাবে।

৫। **ভর্তি ফিস ও চাঁদা :**

সদস্য শ্রেণী	ভর্তি ফিস	বাৎসরিক চাঁদা
সাধারণ সদস্য	১০০.০০	২৫০.০০
সহযোগী সদস্য	৭৫.০০	১৫০.০০
ব্যবসায়ী গোষ্ঠি	১৫০.০০	৫০০.০০

(ক) উপরোক্ত ভর্তি ফিস সহ নির্দিষ্ট ফরমে সমিতির সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র পাওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সদস্যপদ প্রদান করা যাবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির সদস্য ও শাখা সমিতি সমূহের চাঁদা গ্রহণ ও প্রদানের নীতি/নীতিমালা নির্ধারণ করবেন। এই নীতি/নীতিমালা পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী** কমিটির থাকবে। যা পরবর্তী সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। শাখা সমিতির সংগৃহীত ভর্তি ফিস ও চাঁদার ২৫% অর্থ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তহবিলে প্রদান করতে হবে এবং বাকী ৭৫% অর্থ শাখা কমিটির তহবিলে রাখতে হবে।

(খ) **বাকী বকেয়া :** সমিতির সমুদয় চাঁদা ঐ বৎসরের ১লা জুলাই পরিশোধ করতে হবে এবং সমিতি কর্তৃক চূড়ান্ত পরিশোধের নোটিশ দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেয় পরিশোধ না করলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

৬। সমিতির সকল শাখায় একটি রেজিষ্টার রাখতে হবে এবং সে রেজিষ্টারে থাকতে হবে :

(ক) প্রত্যেক সদস্য যে নামে ব্যবসা করেন।

(খ) সদস্যের নাম বা মনোনীত প্রতিনিধির নাম।

(গ) দরখাস্তে দেওয়া ঠিকানা।

(ঘ) ডিলিং লাইসেন্স নম্বরসহ যে ব্যবসা করা হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৭। কোন সদস্যের ঠিকানা কিংবা মনোনীত প্রতিনিধির নাম, পরিবর্তিত হলে অবিলম্বে সে সংবাদ সাধারণ সম্পাদককে জানাতে হবে। এই পরিবর্তনের কথা তখনই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ হবে।

৮। **সদস্য সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী :**
সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির ঘোষণাপত্র সমর্থন করবেন ও মেনে চলবেন। সমিতির ঘোষণাপত্র মোতাবেক সময় সময় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক যে সব আইনগতভাবে গঠন করা হবে, তাও সমর্থন ও মান্য করে চলবেন।

৯। সমিতি কর্তৃক সদস্যগণকে সময় সময় দেওয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগে প্রত্যেক সদস্য সম-অধিকারী হবেন।

১০। **নিম্নোক্ত কারণে সমিতির সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে :**

(ক) সমিতির প্রাপ্য চাঁদা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করলে, সমিতির সিদ্ধান্ত না মানার প্রমাণ সাপেক্ষে;

(খ) দেউলিয়া হলে, সরকার কর্তৃক বৈধ অনুমোদনপত্র বাতিল হলে;

(গ) অপ্রকৃতিস্থ হলে, দেশত্যাগ করলে, মৃত্যুজনিত কারণ হলে;

(ঘ) কোন দুষ্কর্মের (ক্রিমিনাল অফেন্স) জন্য কোর্ট কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হলে;

(ঙ) সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে, ঘোষণাপত্র লংঘন করলে, ব্যবসা উচ্ছেদ হলে।

১১। **বহিষ্করণ :**

(ক) যদি কোন সদস্য সমিতির স্বার্থের ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোন কার্যে লিপ্ত থাকে, তাহলে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করে তাকে অন্যূন ৭ দিনের সময় দিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করতে হবে এবং এই কৈফিয়ৎ যদি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সমিতি হতে বহিষ্কারের জন্য ২ মাসের মধ্যে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। বহিষ্কারে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্য-বৃন্দের কেবলমাত্র তিন-চতুর্থাংশ ভোটে কার্যকরী হবে।

(খ) কোন সদস্য বহিষ্কারের তারিখ থেকে দুই বৎসর কালের মধ্যে পুনরায় সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

১২। **পদত্যাগ :**

(ক) কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করতে হবে। এক মাসের দেওয়া নোটিশকাল উত্তীর্ণ হলে তিনি আর সদস্য থাকবেন না। তখন থেকে তিনি সমিতির কোন তহবিল, সম্পত্তি অথবা সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে পারবেন না। কিন্তু সমিতির স্মারকলিপি ৬ নম্বর ধারা মোতাবেক টাকা দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন।

(খ) অনাস্থা : কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তা ও সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে মোট সাধারণ সদস্যের ৫৯ ভাগ সদস্যের পরিষ্কার স্বাক্ষর নিয়ে উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এক পক্ষকালের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করে নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবে।

১৩। **সাধারণ সভা :**

প্রত্যেক সাধারণ সভার নোটিশে সাধারণ সম্পাদক দস্তখত করবেন এবং গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সভার সময়, স্থান এবং করণীয় বিষয়ের উল্লেখ নোটিশে থাকতে হবে এবং সভার তারিখের অন্তত: ১৫ দিন পূর্বে সমস্ত সদস্যকে লোক বা ডাক যোগে তাঁদের রেজিষ্টারভুক্ত ঠিকানায় এক কপি করে বার্ষিক সাধারণ রিপোর্ট, হিসাবের বিবৃতি এবং হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্টসহ পাঠাবেন। অন্ততঃপক্ষে বৎসরে একবার সাধারণ সভা কোম্পানী এ্যাক্ট (Company act) এবং অত্র সমিতির ঘোষণাপত্রের বিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুই সাধারণ সভার ব্যবধান পনের মাসের বেশী হতে পারবে না।

১৪। গ্রহণ ও সমর্থন (কনফার্ম) করার জন্য সাধারণ সম্পাদক প্রেরিত হিসাবের বিবরণ ও অডিটরের রিপোর্টসহ সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

১৫। সাধারণ সভার সামনে পেশ করার জন্য কোন সদস্যের কোন প্রস্তাব (মোশান) থাকলে তা সভার অন্তত: ৬ দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৬। বার্ষিক সাধারণ সভায় সামনের বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদায়মান কমিটির সভাপতি, সভাপতির কাজ করবেন।

১৭। সাধারণ সভার কোরাম হবে ২৫ অথবা সমিতির খাতায় পুরা চাঁদা দেওয়া সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ দুইয়ের মধ্যে যেটির সংখ্যাই কম হোক।

১৮। সাধারণ সভার সদস্যদের রেজিষ্টারভুক্ত ঠিকানায় পোষ্ট করার তারিখ নোটিশের তারিখ বলে গণ্য হবে।

১৯। কোন সদস্য যদি সভার নোটিশ না পান অথবা অসাবধানতাবশতঃ কোন সদস্যকে যদি নোটিশ না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কেবল সেই কারণেই কোন সভার কাজ বাতিল হবে না।

২০। সভা বসার নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিটের মধ্যে যদি কোরাম না হয়, উপস্থিত সদস্যের নির্দেশ মোতাবেক স্থানে, তারিখে ও সময়ে সভা পুনঃ বসার জন্য মুলতবী থাকবে। ভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ না করলে পরবর্তী সপ্তাহের ঐ দিনে ঐ স্থানে ঐ সময়ে সভা বসবে। এই মুলতবী সভার কোরাম না হলে সভাটি পরিত্যাক্ত হবে। এহেন মুলতবী সভার জন্য কোন নোটিশের দরকার হবে না।

২১। নিয়মিত ভোটার লিষ্টে নাম—ঠিকানা থাকলে প্রত্যেক সদস্য পাঁয়ত্রিশটি করে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

২২। **বার্ষিক সাধারণ সভায় করণীয় কাজ :—**

(ক) বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণকরণ।

(খ) সমিতির পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালেন্স শীট) এবং হিসাব পাশকরণ।

(গ) পরবর্তী সালের জন্য বাজেট উপস্থাপিত হলে তা পাশকরণ।

(ঘ) ১৫ নম্বর ঘোষণাপত্রের অধীনে সদস্যগণ প্রস্তাবের (মোশানের) নোটিশ দিয়ে থাকলে তা বিবেচনার করণ।

(ঙ) সভার কার্যসূচীতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য কোন কাজ উপস্থাপন করে থাকলে অথবা উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সংখ্যক (মেজরিটিতে) উপস্থাপন করার অনুমোদন করলে সেই কাজ সম্পাদন।

(চ) এক বা একাধিক নিরীক্ষকের (অডিটর) নিযুক্তি ও তাঁদের পারিশ্রমিক স্থিরীকরণ।

(ছ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং সদস্য নির্বাচন।

২২। ২৯ নম্বর স্মারকলিপি মোতাবেক সমিতির সভা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০ এর অধিক না হলে ৫ জনে কোরাম হবে, এবং ১০ জনের অধিক হলে অতিরিক্ত প্রতি ৬ জনে একজন হিসাবে অনধিক দশ জনে কোরাম হবে এবং কোন অবস্থাতেই কোরাম ১০ জনের অধিক হবে না।

২৩। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক অথবা আলোচ্য সূচীর উল্লেখে কমপক্ষে ২১ জন সদস্যের দস্তখতসম্বলিত চাহিদা (রিকুইজিশন) মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারেন।

২৪। সমস্ত সভাতেই (পয়েন্ট অব অর্ডার বিষয়ে) সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সভার অন্ততঃ ১ (এক) মাস পূর্বে শাখা কমিটি সমূহের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং ফলাফল কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাতে হবে।

(খ) সময়, তারিখ, স্থান এবং কর্মসূচী উল্লেখ করে লোক বা ডাক মারফত সদস্যদের সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ১৪ দিন ও জরুরী সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(গ) সমিতি যখনই মনে করবে, তখনই জরুরী সাধারণ সভা ডাকতে পারবে। সমস্ত সদস্যদের অন্ততঃ এক ষষ্ঠ সংখ্যক সদস্য যদি লিখিতভাবে চাহিদা (রিকুইজিশন) জানায়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে এ সভা ডাকতে হবে। সদস্যগণ চাহিদাপত্রে প্রস্তাবিত সভা ডাকার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে লিখবেন, দস্তখত করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন।

(ঘ) এ রকম চাহিদাপত্র (রিকুইজিশন) পাওয়ার পর কার্যনির্বাহী কমিটি অবিলম্বে জরুরী সভা ডাকবেন। এই চাহিদাপত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যদি সভা না ডাকা হয় তবে চাহিদাকারীরা নিজেরাই উক্ত সভা ডাকতে পারবেন।

(ঙ) খাতায় (রোলে) চাঁদা পরিশোধ করে দেওয়া সদস্যদের এক ষষ্ঠ অথবা উপস্থিত ২৫ জন সদস্য এই দুইয়ের মধ্যে সংখ্যায় যারা তুলনায় কম হবে, তাদের দিয়েই সভার কোরাম হবে। সভায় কোরাম না হলে কোন সাধারণ সভার কাজ করা যাবে না।

(চ) সাধারণ সভা বসার নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধ ঘন্টার মধ্যে যদি উপস্থিত সদস্য দিয়ে কোরাম না হয়, তাহলে চাহিদাতে (রিকুইজিশন) আহূত হয়ে থাকলে সভা ভেংগে দেওয়া হবে। অন্য রকম সভা হলে ৭ দিনের জন্য মুলতবী থাকবে। ৭ দিন পর সভা ঐ একইবারে, একই সময়ে, একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

(ছ) সভাপতি সময় সময় সভা মুলতবী রাখতে পারবেন কিন্তু মুলতবী সভায় আগের সভার অবশিষ্ট কাজ ছাড়া কোন নতুন কাজ করা চলবে না।

(জ) সভায় উপস্থাপিত প্রত্যেক প্রশ্নকে ঐ এলাকার বিষয়ের সংগে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং ভোট দাবী না করলে হাত দেখিয়ে মেজরিটি ভোটে মীমাংসা করতে হবে। উভয় পক্ষ সমান সংখ্যক হলে সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত ভোট (কাষ্টিং ভোট) দিয়ে মীমাংসা করবেন।

২৫। তহবিল :

(ক) সাধারণ সদস্যদের দেয় ভর্তি ফিস, মাসিক চাঁদা, বাৎসরিক চাঁদা হতে ৭৫%অর্থ শাখা তহবিলে রাখা যাবে।

(খ) বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ চাঁদা, দান গ্রহণ করা যাবে।

(গ) গঠনতন্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) সমিতির তহবিল যে কোন অনুমোদিত ব্যাংকে রাখতে হবে এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোন দু'জনের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে।

(ঙ) সমিতির অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

(চ) জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কোষাধ্যক্ষ দু'শ (২০০/-) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

(ছ) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ব্যতীত ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যাবে না।

(জ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরী সভা আহ্বান করার প্রয়োজন হলে ২৪ ঘন্টার নোটিশ, টেলিফোন, বা টেলিগ্রাম দ্বারা সভা আহ্বান করা যাবে।

(ঝ) সমিতির গঠনতন্ত্র বিক্রয় করা যাবে এবং গঠনতন্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমিতির তহবিলে জমা হবে।

(ঞ) সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে ১০ (দশ) দিনের নোটিশ দিয়ে সমিতির সদস্য/সদস্যগণ সমিতির হিসাব দেখতে পারবেন।

২৬। (১) **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি :** এই স্মারকলিপি কার্যকরণকালে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কর্মকর্তার মধ্যে গণ্য হবেন।

নির্বাচন :

(ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিয়মিত চাঁদা ও অন্যান্য দায় পরিশোধকারী সদস্য বৈধ ভোটার হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) প্রতিটি কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত: একবার কমিটির সভা আহ্বান করবে এবং দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(গ) প্রতি নির্বাচনে প্রার্থী নয়, এমন ৩ বা ৫ জনকে নিয়ে একটি নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করবে। এই ৩ বা ৫ জনের মধ্যে ১ জন প্রধান নির্বাচনী কমিশনার নির্বাচিত হবেন এবং অন্যরা নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা হতে ইচ্ছুক সদস্যকে অপর দু'জন সদস্যের দ্বারা সমর্থিত নির্ধারিত মনোনয়নপত্র পূরণ করে বার্ষিক সাধারণ সভার ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী কমিটির নিকট জমা দিতে হবে।

(ঙ) নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য প্রার্থী না থাকলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মনোনয়ন দ্বারা শূন্যপদ পূরণ করবে।

(চ) প্রত্যেক সদস্য/প্রতিনিধি নির্বাচনে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি ভোট দিতে পারবে।

(২) (ক) সমিতির দু'টি স্তর থাকবে :—

(১) সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

(২) সমিতির শাখা কার্যনির্বাহী কমিটি।

(খ) শাখা কমিটি/শাখা কমিটিসমূহের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার পর প্রতিটি শাখা সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে।

(ঘ) প্রতিটি কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকালের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর হবে এবং পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকবে।

(ঙ) প্রতিটি নির্বাচনের পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কমিটি কার্যভার গ্রহণ করবে এবং ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

২৭। সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-পদ্ধতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রনীত বিধি-বিধান মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিধি-বিধান মোতাবেক নির্বাচনী কমিটি নির্বাচন পরিচালনা করবে।

২৮। (ক) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তার পদ খালি বা শূন্য হলে কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সে খালি পদ পূরণ করবে। সদস্যপদ খালি হলে সমিতির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে কো-অপশন মারফত পূর্ণ করতে হবে।

(খ) কার্য নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সংগত কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ না করে নিয়ে উপর্যুপরি তিন সভায় গরহাজির থাকলে কমিটিতে তার সদস্য পদ খারিজ হবে। তবে এরূপ খারিজ হওয়া সদস্য যদি উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে আপিল করেন, তাহলে কমিটির সভায় তাকে পুনর্বহালের বিবেচনা করা যাবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কমিটির সকল প্রকার সভার সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের যে কেউ সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি, সহ-সভাপতি কেউ উপস্থিত না হলে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি মনোনীত করে ঐ সভার কাজ সম্পাদন করবে।

২৯। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হবেন :—

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ-সভাপতি	৭ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। সহ-সম্পাদক	৯ জন
৫। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৬। সদস্য	১৬ জন
	৩৫ জন

৩০। নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে সমিতির এডহক কমিটি গঠন করা হল। তারা অনধিক ৯০ দিন ও নিম্নতম ৩০ দিন স্বস্ব পদে বহাল থাকবেন। নিবন্ধনের ৩০ দিন পর ও ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির এডহক কমিটির কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা
১	সৈয়দ শামসুল আলম হাসু —সভাপতি	তিলোত্তমা ৩৩/এ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
২	দিলীপ কুমার ঘোষ —সহ-সভাপতি	সোসাইটি জুয়েলার্স ৪৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
৩	সালেহ মোহাম্মদ —সহ-সভাপতি	নিউ তাজ জুয়েলার্স ১০, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
৪	শাহাবুদ্দিন খান —সহ-সভাপতি	শরীফ জুয়েলার্স ই-১১, মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।
৫	মো: আশ্রাফউজ্জামান —সহ-সভাপতি	নিউ নাজ জুয়েলার্স মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
৬	হাজী শফিক আহমদ —সহ-সভাপতি	রাজ জুয়েলার্স ১০৯, বিপনী বিতান, নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম।
৭	আহমেদুর রহমান —সহ-সভাপতি	এল, রহমান জুয়েলার্স ২২, কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা।
৮	জয়নুল আবেদীন —সহ-সভাপতি	এম, এম, সরকার জুয়েলার্স নিমতলা, দিনাজপুর।
৯	শামসুল আলম —সাধারণ সম্পাদক	মোনা জুয়েলার্স ২৮, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১০	আলী আকবর খান —সহ-সম্পাদক	হীরা জুয়েলার্স ৩৪, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১১	এ, কে, এম, শামসুল হক মিয়া —সহ-সম্পাদক	হকস জুয়েলার্স ১১৪, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
১২	এস, এম, জামাল —সহ-সম্পাদক	নুর জুয়েলার্স ১১/১২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
১৩	লিয়াকত আলী —সহ-সম্পাদক	লাকি জুয়েলার্স ৪১, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
১৪	কাজী সিরাজুল ইসলাম —কোষাধ্যক্ষ	আমিন জুয়েলার্স লি: ৭৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১৫	এ, কে, এম, ফজলুল হক —সহ সম্পাদক	হক জুয়েলার্স ২৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১৬	কানিজ ফাতেমা —সহ সম্পাদিকা	দি রুবী জুয়েলার্স ৬৬, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
১৭	শ্রী বরুণ সরকার বাচ্চু —সহ সম্পাদক	প্রেয়সী জুয়েলার্স ৫৮, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
১৮	শ্রী সত্যরঞ্জন ব্রহ্ম —সহ সম্পাদক	গহনালয় জুয়েলার্স ৫৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা
১৯	উপেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল —সহ সম্পাদক	স্বর্ণলতা জুয়েলার্স গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।
২০	হরিপদ দত্ত —সদস্য	লিলি জুয়েলার্স ২৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
২১	জগদীশ চন্দ্র সরকার —সদস্য	উত্তরা জুয়েলার্স ৩৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
২২	আবদুর রশিদ —সদস্য	ইষ্টার্ণ জুয়েলারী হাউস ৪৩, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
২৩	মোঃ ইয়াকুব —সদস্য	ঢাকা গিণি প্যালেস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
২৪	শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ —সদস্য	সোমা সিলভার হাউস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
২৫	আবুল কাশেম —সদস্য	ওরিয়েন্টাল মুসলিম জুয়েলার্স ৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
২৬	শ্রী মাধব চন্দ্র ঘোষ —সদস্য	ঢাকা গিণি মার্ট ৪২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।
২৭	মোঃ আমির উল্লাহ —সদস্য	রুবী জুয়েলার্স ৭০, তাঁতী বাজার, ঢাকা।
২৮	আলাউদ্দিন আহমদ —সদস্য	মিলন জুয়েলার্স ২২২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
২৯	আলহাজ আবদুল মান্নান —সদস্য	সাগর জুয়েলার্স ৫৫, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
৩০	আফাজউদ্দিন খান —সদস্য	মেঘনা জুয়েলার্স ২৭৬, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
৩১	এম, এ, মজিদ —সদস্য	মনিকার ৪/৭, নুর ম্যানসন, গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।
৩২	মোঃ খবির উদ্দিন —সদস্য	আল হাসান জুয়েলার্স ১০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।
৩৩	আঃ লাইছ —সদস্য	মনিহার জুয়েলার্স ৫০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।
৩৪	মাহমুদ হারুন —সদস্য	কেয়া জুয়েলার্স ৯, মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
৩৫	শ্রী কানাই চন্দ্র অধিকারী —সদস্য	অপূর্ব জুয়েলার্স মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।

৩১। (ক) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সাব-কমিটি বা উপ-কমিটি নিযুক্ত করণ এবং ঐ কমিটিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে।

(খ) সমিতির যথাযোগ্যতম কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক অফিস স্টাফ, পরামর্শদাতা অথবা অনুরূপ কর্মচারী নিযুক্তকরণ, তাদের কার্যকাল ও চাকুরীর শর্ত নির্ধারণ।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সমগ্র সমিতি এবং শাখাগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমিতির সাধারণ সভা বা নিজ দ্বারা সময় সময় গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক সমিতির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য সমিতির পক্ষে যা করা উচিত, তা করা এবং প্রতিটি শাখা কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর তা পর্যালোচনা করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) শাখা সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ২ জন মনোনীত প্রতিনিধি এবং ঢাকা মহানগরীর সকল সদস্যের ভোটে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য সাতদিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। জরুরী হলে তিনদিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাবে।

৩২। **শাখা সমিতি**

(ক) প্রতিটি জেলায়, মহকুমা, উপজেলা বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির শাখা গঠন করা যাবে।

(খ) রাজধানী ঢাকা (ঢাকা মহানগরী এলাকা) ব্যতীত প্রতিটি জেলা ও উপ-জেলায় গঠিত শাখা সমিতির শাখা বলে গণ্য হবে। শাখা সমিতির অধীনে উপজেলা শাখা গঠন করা যাবে।

(গ) শাখা সমিতিসমূহ সমিতির গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ধারা, উপধারা এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রণীত বিধির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ঘ) শাখা সমিতি গঠন করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শাখা সমিতির কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

(ঙ) প্রত্যেক শাখা সমিতিকে সমিতির সদস্যদের নাম-ঠিকানার বিস্তারিত তালিকা রাখতে হবে এবং তার অনুলিপি কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। সময় সময় তালিকা সংশোধিত হলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত তালিকাও প্রেরণ করতে হবে।

(চ) শাখা কার্যনির্বাহী কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুরূপ গঠিত হবে।

(ছ) শাখা সমিতি জেলা, এবং জেলার অধীনে উপজেলায় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা যাবে।

(জ) শাখা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সদস্যদের ভোটে গঠিত হবে।

(ঝ) যে কারণেই হোক শাখা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হলে কমিটি তা পূরণ করবে।

(ঞ) প্রতিটি শাখা কমিটি নিজ নিজ এলাকার কর্মকাণ্ডের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন।

(ট) প্রতিটি শাখা কমিটি বৎসরে অন্ততঃ একবার নিজ নিজ এলাকার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।

(ঠ) প্রত্যেক শাখা কমিটি সমিতি পরিচালনায় সমিতির স্মারকলিপিতে বর্ণিত বিধি বিধান অনুসরণ করবে।

(ড) কেবলমাত্র শাখা কমিটি প্রয়োজনবোধে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও সদস্যের কার্যকরী পরিষদ গঠন করতে পারবে।

৩৩। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের অধিকার ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি ঃ

সমিতির সভাপতি সাধারণ, বার্ষিক এবং বিশেষ জরুরী সাধারণ সভা এবং সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পরিচালনা করবেন এবং তিনি সমিতির হিসাব-পত্র এবং সকল প্রকার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করবেন এবং সমিতির কার্যক্রম, সংবিধানের বিধি, প্রবিধান এবং প্রস্তাব মোতাবেক সমিতি পরিচালিত হচ্ছে কি না, তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং সব কাজের ব্যাখ্যায় সন্দেহ বা মতদ্বৈধ হলে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সাধারণ সম্পাদককে যে কোন স্থানে এবং তাঁর বিবেচনায় করণীয় যে কোন কাজের জন্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বা সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য সভাপতির

আদেশ দেওয়ার অধিকার থাকবে এবং সমগ্র সমিতির সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নির্দেশ সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সম্পাদককে মেনে চলতে হবে এবং সমিতির স্বার্থে ও প্রয়োজনে বাইরের যে কোন যোগাযোগের ব্যাপারে, সাক্ষাৎকারে, প্রতিনিধি দলে এবং চুক্তি, মীমাংসা, মধ্যস্থতা ও দর কষাকষি সংক্রান্ত কাজে সভাপতি নেতৃত্ব করবেন ও দায়িত্ব পালন করবেন এবং শুধুমাত্র সভাপতিই এককভাবে সকল পর্যায়ে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

সহ সভাপতি :

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। সভাপতি সময় সময় লিখিতভাবে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁর উপর ন্যস্ত করবেন, তিনি তা সম্পাদন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদক কমিটি কর্তৃক তাঁর উপর যে সব অধিকার ও কর্তব্য ন্যস্ত করা, হবে তিনি তা সম্পাদন করবেন। তিনি সমিতির উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এবং সমিতির ঘোষণাপত্র এবং আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত অধিকার পরিচালনা ও সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। সেক্রেটারীয়েল জাতীয় সমস্ত ব্যাপার তিনি সম্পাদন করবেন। তিনি সমিতির ধারাবিবরণী যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তিনি সমিতির ধারা বিবরণী এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের শুদ্ধ প্রতিলিপি সভাপতির নিকট পাঠিয়ে তাতে সভাপতির স্বাক্ষর লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি সভাপতির উপদেশ মোতাবেক তার অধীনস্থ সমস্ত বেতনভোগী কর্মচারীকে স-বেতন, বিনা বেতন বা অর্ধ বেতনে বিদায় মঞ্জুর করতে পারবেন এবং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের চাকুরী থেকে সাসপেণ্ড বা ডিসমিস করতে পারবেন। তিনি অফিস দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য এবং সমিতির যাবতীয় রেকর্ড, ফাইল, দলিল, সম্পত্তি, তহবিল, মিনিট বই ইত্যাদি রক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি সমস্ত প্রকার সভার নোটিশ জারী করবেন। তিনি সমিতির তহবিলের আদায় ও খরচের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি বার্ষিক বিবরণী কমিটির সামনে, সাধারণ সভায় পেশ করবেন, ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরীর জন্য পেশ করবেন। তিনি সমিতির পাওনাদারদের সমস্ত বিল দিবেন এবং মিতব্যয় ও অর্থ সম্পর্কিত যে সব দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হবে, তা তিনি সম্পাদন করবেন। কমিটির অনুমোদিত ব্যয় ছাড়া কোন ব্যয় করবেন না।

সহ-সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতির উপদেশ বা পরামর্শ মোতাবেক সহ-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। সহ-সম্পাদকগণ কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রচার, অফিস, শিল্প ও সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক প্রভৃতি কার্য পরিচালনার দায়িত্বে দায়িত্ববান হবেন।

কোষাধ্যক্ষ :

সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাপ্তরিক নিয়মে কোষাধ্যক্ষ রক্ষা করবেন। তিনি সমিতির চেক বহি, জমা বহি, রশিদ বহি, হিসাব বহি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করবেন এবং আয় ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করবেন। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়ের অর্থ তোলার জন্য চেক বহিতে স্বাক্ষর করবেন। কমিটির অনুমোদন না থাকলে কোন চেক তিনি ইস্যু করবেন না।

সদস্য :

কার্যনির্বাহী সদস্য/সদস্যগণ কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন, সকল বিষয়ে সম্পাদকগণের ন্যায় দায়-দায়িত্ব পালন করবেন এবং অংশ গ্রহণ করবেন। সমিতির সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করবেন এবং সমিতির স্বার্থ রক্ষা করবেন।

৩৪। অডিটর :

এক বা একাধিক যোগ্য হিসাবে নিরীক্ষক ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ১৪৪ এবং ১৪৫ ধারানুযায়ী নিযুক্ত করতে হবে। তিনি বা তারা যথা নিয়মে সমিতির হিসাব পরীক্ষা করে রিপোর্ট দাখিল করবেন।

৩৫। জরুরী অবস্থায় :

জরুরী বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতির অনুমোদন নিয়ে ব্যাংক হতে টাকা তোলা যাবে কিন্তু পরবর্তী কমিটির সভায় অবশ্যই তার অনুমোদন নিতে হবে।

৩৬। ব্যয় বরাদ্দ :

নিম্নোক্ত খাতসমূহে সমিতির তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে :—

(ক) বেতন, ভাতা ও অফিস ভাড়া।

(খ) অডিট ফি, মামলাসহ সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অফিস খরচ, নথিপত্র, আসবাবপত্র, আপ্যায়ন ইত্যাদি।

(গ) বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সহিত অন্তর্ভুক্তকরণ ও তার ভর্তি ফিস ও চাঁদা প্রদান অথবা সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণ ও বর্ধনমূলক অনুরূপ কোন সংস্থার সাথে সংযুক্ত হলে/থাকলে, তার ভর্তি ফিস ও চাঁদা প্রদান।

(ঘ) বই, গেজেট, পত্রিকা, বিজ্ঞাপণ, সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক সাময়িকী প্রকাশ বা রক্ষণের জন্য এককালীন ব্যয় বা চাঁদা প্রদান ইত্যাদি বাবদ।

(ঙ) ডেপুটেশন, প্রচার, প্রকাশনা ও সংগঠনের জন্য ভ্রমণ ব্যয়।

(চ) সমিতির সদস্যদের/ব্যবসায়ের হিতকল্পে এবং চিত্তবিনোদনে ব্যয়।

৩৭। কমিটির যথারীতি অনুমোদন লাভের পরই উল্লেখিত ব্যয় বিলে সাধারণ সম্পাদক প্রদানের জন্য স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর কোষাধ্যক্ষ বিল প্রদান/অগ্রিম প্রদান করবেন।

৩৮। সমিতির একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে। শাখা সমিতিরও অনুরূপ/একইরূপ সীলমোহর থাকবে।

৩৯। স্বত্ব ও চুক্তি সংক্রান্ত দলিল অথবা সরকারী আধা-সরকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্যবিধ পাবলিক সংস্থার সাথে সম্পাদিত কাগজ সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর এবং সীলমোহর দ্বারা ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার পরই সমিতির উপর তা সিদ্ধ এবং বাধ্যতামূলক হবে।

৪০। সমিতি ভেঙ্গে দেয়া :

সমিতি ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে আহূত সভায় তিন-চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাব পাশ করিয়ে সমিতি ভেঙ্গে দেয়া যাবে এবং সমিতি ভেঙ্গে দেয়ার বিজ্ঞপ্তিতে সমিতির সদস্য, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দস্তখতসহ সমিতি ভেঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করার ১৪ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাতে হবে এবং সমিতির স্মারকলিপির ৪ নং বিধান মোতাবেক ঐ সভার নির্দেশমত সমিতির তহবিল খাটান যাবে।

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাদের নাম, পেশা, ঠিকানা ও পদবী নিম্নে প্রদান করা হল, তারা এ স্মারকলিপি অনুসারে সমিতি গঠন করতে ইচ্ছুক হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর,	সাক্ষী
১	সৈয়দ শামসুল আলম হাসু —সভাপতি	তিলোত্তমা ৩৩/এ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২	দিলীপ কুমার ঘোষ —সহ-সভাপতি	সোসাইটি জুয়েলার্স ৪৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
৩	সালেহ মোহাম্মদ —সহ-সভাপতি	নিউ তাজ জুয়েলার্স ১০, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৪	শাহাবুদ্দিন খান —সহ-সভাপতি	শরীফ জুয়েলার্স ই-১১, মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।		
৫	মোঃ আশ্রাফউজ্জামান —সহ-সভাপতি	নিউ নাজ জুয়েলার্স মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।		
৬	হাজী শফিক আহমদ —সহ-সভাপতি	রাজ জুয়েলার্স ১০৯, বিপনী বিতান, নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম।		
৭	আহমেদুর রহমান —সহ-সভাপতি	এল, রহমান জুয়েলার্স ২২, কে, ডি, ঘোষ রোড, খুলনা।		
৮	জয়নুল আবেদীন —সহ-সভাপতি	এম, এম, সরকার জুয়েলার্স নিমতলা, দিনাজপুর।		
৯	শামসুল আলম —সাধারণ সম্পাদক	সোনা জুয়েলার্স ২৮, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১০	আলী আকবর খান —সহ-সম্পাদক	হীরা জুয়েলার্স ৩৪, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১১	এ, কে, এম, শামসুল হক মিয়া —সহ-সম্পাদক	হকস জুয়েলার্স ১১৪, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
১২	এস, এম, জামাল —সহ-সম্পাদক	নুর জুয়েলার্স ১১/১২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
১৩	লিয়াকত আলী —সহ-সম্পাদক	লাকি জুয়েলার্স ৪১, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
১৪	কাজী সিরাজুল ইসলাম —কোষাধ্যক্ষ	আমিন জুয়েলার্স লিঃ ৭৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৫	এ, কে, এম, ফজলুল হক —সহ সম্পাদক	হক জুয়েলার্স ২৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৬	কানিজ ফাতেমা —সহ সম্পাদিকা	দি রুবী জুয়েলার্স ৩৬, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
১৭	শ্রী বরুণ সরকার বাচ্চু —সহ সম্পাদক	প্রেয়সী জুয়েলার্স ৫৮, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।		
১৮	শ্রী সত্যরঞ্জন ব্রহ্ম —সহ সম্পাদক	গহনালয় জুয়েলার্স ৫৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর	সাক্ষী
১৯	উপেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল —সহ সম্পাদক	স্বর্ণলতা জুয়েলার্স গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।		
২০	হরিপদ দত্ত —সদস্য	লিলি জুয়েলার্স ২৩, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২১	জগদীশ চন্দ্র সরকার —সদস্য	উত্তরা জুয়েলার্স ৩৫, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।		
২২	আবদুর রশিদ —সদস্য	ইষ্টার্ণ জুয়েলারী হাউস ৪৩, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৩	মো: ইয়াকুব —সদস্য	ঢাকা গিণি প্যালেস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৪	শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ —সদস্য	সোমা সিলভার হাউস ৫৫, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৫	আবুল কাশেম —সদস্য	ওরিয়েন্টাল মুসলিম জুয়েলার্স ৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৬	শ্রী মাধব চন্দ্র ঘোষ —সদস্য	ঢাকা গিণি মার্ট ৪২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা।		
২৭	মো: আমির উল্লাহ —সদস্য	রুবী জুয়েলার্স ৭০, তাঁতী বাজার, ঢাকা।		
২৮	আলাউদ্দিন আহমদ —সদস্য	মিলন জুয়েলার্স ২২২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
২৯	আলহাজ আবদুল মান্নান —সদস্য	সাগর জুয়েলার্স ৫৫, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৩০	আফাজউদ্দিন খান —সদস্য	মেঘনা জুয়েলার্স ২৭৬, নিউ মার্কেট, ঢাকা।		
৩১	এম, এ, মজিদ —সদস্য	মনিকার ৪/৩, নূর ম্যানসন, গাওছিয়া মার্কেট, ঢাকা।		
৩২	মো: খবির উদ্দিন —সদস্য	আল হাসান জুয়েলার্স ১০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।		
৩৩	আ: লাইছ —সদস্য	মনিহার জুয়েলার্স ৫০, চাঁদনী চক মার্কেট, ঢাকা।		
৩৪	মাহমুদ হারুন —সদস্য	কেয়া জুয়েলার্স ৯, মিনা বাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।		
৩৫	শ্রী কানাই চন্দ্র অধিকারী - সদস্য	অপূর্ব জুয়েলার্স মৌচাক মার্কেট, ঢাকা।		